চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.০৬.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত হবে আন্তর্জাতিক টুরিস্ট স্পট: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে আন্তর্জাতিক মানের টুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর সৌন্দর্য রক্ষা ও পর্যটকদের নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ অভিজ্ঞতা নিশ্চিতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।” আজ রোববার পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের বেড়িবাঁধ দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদের পর সৈকতের বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনে যান মেয়র। পূর্বের উচ্ছেদ অভিযানের অগ্রগতি এবং বর্তমানে সৈকতের পরিবেশ কেমন রয়েছে তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, “সৈকতের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানগুলো জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। এসব দোকানে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হতো, যা দর্শনার্থীদের বিরূপ অভিজ্ঞতা দিচ্ছিল এবং সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও ক্ষতিগ্রস্তকরছিল। ”তিনি আরও বলেন, “এই অবৈধ দখলের কারণে পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসা মানুষের জন্য জায়গাটি অনুপযোগী হয়ে উঠেছিল। বেড়িবাঁধ দখল করে যারা ব্যবসা করছিল, তারা সৈকতের পরিবেশের ক্ষতি করছিল। এখন সৈকত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও উন্মুক্তই থাকবে। কেউ বেআইনিভাবে দখল করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” মেয়র জানান, “উচ্ছেদ অভিযান কাউকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নয়। সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবাইকে সম্মানজনক সুযোগ দিতে চাই। সৌন্দর্য রক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পর্যটকদের হয়রানি বন্ধে পার্কিং, ঘোড়ার গাড়ি ও অননুমোদিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণেও চসিক কাজ করছে।”তিনি বলেন, “চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সৈকত আমাদের অন্যতম নৈসর্গিক সম্পদ। বিদেশি পর্যটকরাও যেন এখানে এসে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।”পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল করিম, প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস, জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও পতেঙ্গা থানা পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য কামরুল ইসলাম, কৃষক দল চট্টগ্রাম মহানগর এর আহবায়ক মোঃ আলমগীর, সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসমাইল, ৪১ নং ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক নাজমুল হুদা নাজিম, সদস্য সচিব আলী আজম, পতেঙ্গা থানা ছাত্রদলের আহবায়ক মোহাম্মদ ইমন, ব্যবসায়ী নেতা লোকমান, জামাল, আইয়ুব আলী, কৃষক দল পতেঙ্গা থানার সেক্রেটারি মোঃ নাছিরসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সূত্র জানিয়েছে, সৈকতের সৌন্দর্য রক্ষা ও জনসাধারণের জন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখতে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান চলবে এবং একটি স্থায়ী সমাধানের দিকেও কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে।

জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর স্মৃতিধন্য চট্টগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় জামে মসজিদকে আরও দৃষ্টিনন্দন করা হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।রোববার সিটি কর্পোরেশন ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন ও ৪০তম আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল উপলক্ষে আয়োজিত যৌথ মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।মেয়র বলেন, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে প্রতি বছর ঈদের প্রধান জামাতসহ বহু বড় বড় ইসলামি আয়োজন হয়। এই মসজিদ যদি দৃষ্টিনন্দন না হয়, তাহলে আমাদের চট্টগ্রাম শহরের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই এটি শুধুই একটি ধর্মীয় বিষয় না, এটা শহরের মর্যাদারও বিষয়। আমরা মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধনে দ্রুত কাজ শুরু করবো,মসজিদের জন্য মিনার নির্মাণ করব।মেয়র আরো বলেন, পবিত্র মহররম উপলক্ষে ৪০তম আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল শুরু হবে আগামী ২৭ জুন (১ মহররম) থেকে এবং চলবে ৬ জুলাই (১০ মহররম) পর্যন্ত। আমরা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আগে যেমন সাহায্য করেছি, এবারও সার্বিক সহযোগিতা থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”তিনি বলেন, মসজিদসংলগ্ন এলাকাকে অপরাধমুক্ত রাখতে সেখানে একটি পার্ক নির্মাণের

পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেখানে কিশোর গ্যাংয়ের আসর বসে, গাঁজা সেবন করে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হয়—এসব বন্ধ করতে চাই। পার্ক বানিয়ে সেখানে মুসল্লিরা হাঁটতে পারবে, সাধারণ মানুষও বসতে পারবে।"সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর নছরুল কদির, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুল করিম, পিএইচপি'র ডিরেক্টর মোহাম্মদ আলী হোসেন সোহাগ, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন এবং শাহ আলম, প্রকৌশলী মো: ইকবাল করিম, চট্টগ্রামে মা ও শিশু হাসপাতালের কার্যকরী পরিষদের সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন ও মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ, মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন ও মুসল্লি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট এম. এ হামিদ, ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, সালামত উল্লাহ, জসিম উদ্দিন হিমেল, মুসল্লি কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কমান্ডার শাহবুদ্দিন আহম্মদ, শাহাদাত কারবালা মাহফিল পরিষদের সহ-সভাপতি মো: সাইফুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনসুর সিকদার প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮